ইউনিট-১১

প্রেরিতদের কার্যাবলী

ভূমিকা

যীশু তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন; যেমন– কুষ্টরোগীকে সুস্থ করা, (পরিত্রাণের চিহ্নস্বরূপ) অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান, খঞ্জকে চলার শক্তিদান, অপদূত বা মন্দ আত্মার প্রভাব থেকে মুক্ত করা, মৃতকে জীবনদান, ইত্যাদি। তাঁর এই মুক্তিকাজ অবিরাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য যীশু তাঁর শিষ্যদেরকেও আশ্চর্যকাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে যীশু নিজেই শিষ্যদের মধ্য দিয়ে এসব আশ্চর্যকাজ করেন। তিনি তাঁর মুক্তির বাণী – প্রেম, ন্যায়, সত্য ও জীবনের বাণী সকল মানুষের কাছে প্রচার করার দায়িত্বও শিষ্যদেরকে দিয়েছেন।

ভাল-মন্দ এবং আলো-আঁধারের মধ্যে দ্বন্দ্ব সব সময় লেগেই থাকে। যীশু নিজে যেমন মানুষের মুক্তির জন্য ভাল কাজ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, তেমনি তার শিষ্যরাও মঙ্গলবাণী প্রচার করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। যীশুকে অনেকেই বিশ্বাস করে তাঁকে মুক্তিদাতা বলে স্বীকার করেছে, আবার অনেকেই তাঁকে ভুল বুঝেছে, তার উপর নির্যাতন করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে এং ক্রুশে ঝুলিয়ে মেরে ফেলেছে। প্রভু যীশু তাই আগেই তাঁর শিষ্যদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর প্রতি লোকে যেরূপ আচরণ করেছে, তাঁর শিষ্যদের প্রতিও তদ্রুপ করবে। সুতরাং যীশুর নামের কারণে, সত্য, ন্যায়, প্রেম ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শিষ্যদেরকেও দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন, এমনকি মৃত্যু পর্যন্তও বরণ করতে হতে পারে।

নিচের পাঠগুলোতে দেখা যাবে কীভাবে যীশুর ন্যায় প্রেরিতদূতেরা মানুষের মঙ্গলের জন্য আশ্চর্য কাজ করেছেন, ঐশবাণী প্রচার করতে গিয়ে মানুষের হাতে নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন, এবং মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করেছেন। তথাপি তাঁরা দমে যাননি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা যিহুদী-অযিহুদী সবার কাছেই খ্রীষ্টের মুক্তির বাণী প্রচার করেছেন।

পাঠ–১: প্রেরিতদের আশ্চর্য কাজ
(প্রেরিত ৫:১২-১৬)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- প্রেরিতদূতদের আশ্চর্য কাজ সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- প্রেরিতদের আশ্চর্য কাজ দেখে লোকেরা কিভাবে প্রভুর উপর বিশ্বাসী হয়ে উঠল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১১.১.১ প্রেরিতদের কার্যাবলী

প্রেরিতেরা লোকদের মধ্যে অনেক আশ্চর্য কাজ করতেন; আর বিশ্বাসীরা সবাই উপাসনা-ঘরের শলোমনের বারান্দায় একসংগে মিলিত হতো। যদিও লোকেরা তাদের খুব সম্মান করতো তবুও আর কেউ তাদের সংগে যোগ দিতে সাহস করল না। তা সত্ত্বেও অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক প্রভুর উপর বিশ্বাস করল এবং বিশ্বাসী দলের সংগে যুক্ত হলো। প্রেরিতেরা যা করছিলেন তা দেখে লোকেরা খাটের উপরে ও মাদুরের উপরে করে রোগীদের এনে রাস্তায় রাস্তায় রাখতে লাগল, যেন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় পিতরের ছায়াটুকু অন্তত: তাদের কারও কারও উপরে পড়ে। জেরুজালেমের আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে অনেক লোক তাদের রোগীদের এবং মন্দ আত্মার হাতে কষ্ট-পাওয়া লোকদের এনে ভিড় করতে লাগল, আর তারা সবাই সুস্থ হলো।

সার-সংক্ষেপ
যীশু যেমন দুর্বল অসহায়-রুগ্নপীড়িতদের প্রতি ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য আশ্চর্য কাজ করেছেন, তেমনি প্রভু যীশুর দেওয়া শক্তিতে প্রেরিতদূতেরাও আশ্চর্য কাজ করতেন। অনেক অসুস্থ ও মন্দ আত্মায় পাওয়া লোকও তাদের কাছে এসে সুস্থ হতো। এতে অনেক লোক প্রভুর উপর বিশ্বাসী হয়ে উঠলো।

মনে রাখুন
অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক প্রভুর উপর বিশ্বাস করল এবং বিশ্বাসী দলের সঙ্গে যুক্ত হল।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

শলোমনের বারান্দা : রাজা দায়ূদের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন রাজা শলোমন। তিনি জেরুজালেমের বিখ্যাত মন্দিরটি প্রথম নির্মাণ করেছিলেন। তার নামানুসারে মন্দিরের বাইরে পূর্বদিকের সংরক্ষিত এলাকাটিকে শলোমনের বারান্দা বলা হতো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রেরিতেরা লোকদের মধ্যে কেমন কাজ করতেন?
ক) খাদ্য বিতরণ করতেন　　খ) ভাল ভাল শিক্ষা দিতেন
গ) অনেক আশ্চর্য কাজ করতেন　　ঘ) হাতের কাজ শিখাতেন

২। প্রেরিতদের প্রতি লোকদের মনোভাব কেমন ছিল?
ক) তারা তাঁদের খুব ভয় করতো　　খ) তারা তাঁদের খুব সম্মান করতো
গ) তারা তাঁদেরকে এড়িয়ে চলতো　　ঘ) তারা তাঁদের প্রতি শত্রুতা করতো

৩। প্রেরিতদের আশ্চর্য কাজ দেখে লোকদের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হলো?
ক) তাদের মধ্যে হিংসার ভাব জাগলো　　খ) তারা প্রভুর উপর বিশ্বাস করলো
গ) তারা তাঁদেরকে তাড়িয়ে দিল　　ঘ) তাঁদেরকে দেবতা বলে পূজা করলো

পাঠ–২: স্তিফানের শহীদ মৃত্যু
(প্রেরিত ৭:৫৪-৬০)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি
- শত্রুদের ক্ষমা করার বিষয়ে বলতে পারবেন।
- প্রেরিতদের উপর যিহুদী নেতাদের নির্যাতন সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্তিফানের শহীদমৃত্যু বরণের কথা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১১.২.১ স্তিফানের মৃত্যু

মহাসভার সামনে দাঁড়িয়ে স্তিফান অভিযোগ করে বললেন যে, যিহুদী নেতারা তাদের পূর্বপুরুষের ন্যায় যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে খুন করেছেন। স্তিফানের কথা শুনে সেই নেতারা রেগে আগুন হয়ে গেলেন এবং স্তিফানের বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন। কিন্তু স্তিফান পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পেলেন। তিনি যীশুকে ঈশ্বরের ডান দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, "দেখুন, আমি দেখছি স্বর্গ খোলা আছে এবং ঈশ্বরের ডান দিকে মনুষ্যপুত্র দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

১১.২.২

এতে তাঁরা কানে আঙ্গুল দিলেন এবং খুব জোরে চিৎকার করে একসংগে স্তিফানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পরে তাঁরা তাঁকে পাথর মারবার জন্য টেনে শহরের বাইরে নিয়ে গেলেন, আর সাক্ষীরা তাদের উপরের কাপড় খুলে শৌল নামে একজন যুবকের পায়ের কাছে রাখল।

১১.২.৩

যখন সাক্ষীরা স্তিফানকে পাথর মারছিল তখন তিনি প্রার্থনা করে বললেন, "প্রভু যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর।" পরে তিনি হাঁটু পেতে চেঁচিয়ে বললেন, "প্রভু, এদের এই পাপ ধোরো না।" এই কথা বলে তিনি মারা গেলেন।
শৌল সেখানে স্তিফানের খুনের পক্ষে সায় দিচ্ছিলেন।

সার-সংক্ষেপ

পবিত্র আত্মার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে স্তিফান যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে যিহুদী নেতাদের নির্যাতনের শিকার হলেন। কিন্তু স্তিফান বিশ্বাসে স্থির ও অটল থাকলেন এবং শত্রুদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

মনে রাখুন

"প্রভু, এদের এই পাপ ধরো না।"

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

স্তিফান : আদিমন্ডলীতে গ্রীকভাষী ও হিব্রুভাষী লোকদের মধ্যে দরিদ্র ও অভাবী, বিশেষ করে বিধবা ও অনাথ এতিমদের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে অসন্তোষ দেখা দিলে প্রেরিতদূতেরা যে সাতজনকে এই কাজের জন্য মনোনীত করেছিলেন স্তিফান তাদের অন্যতম। স্তিফান ছিলেন বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ।

ঈশ্বরের ডান দিক : অর্থাৎ সম্মানের স্থান। ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান, তাঁর কোন ডান বা বাঁ দিক নেই। পবিত্র শাস্ত্রে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের গৌরবময় আসন ও বিশ্বাসীর উপর তাঁর কর্তৃত্বকে বুঝানোর জন্য "ঈশ্বরের ডাক দিক" কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

শৌল : সাধু পৌলের হিব্রু নাম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্তিফানের কথা শুনে যিহুদী নেতাদের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হলো?
ক) তারা রেগে আগুন হয়ে গেলেন খ) তারা তাঁকে পেটাতে শুরু করলেন
গ) তারা তাঁর বিচার চাইলেন ঘ) তারা তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন

২। "দেখুন, আমি দেখছি স্বর্গ খোলা আছে, এবং ঈশ্বরের ডান দিকে মনুষ্যপুত্র দাঁড়িয়ে আছেন", স্তিফান একথা বলার পর যিহুদী নেতারা কী করলেন?
ক) এক সঙ্গে স্তিফানের উপর ঝাপিয়ে পড়লেন
খ) স্তিফানের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করলেন
গ স্তিফানকে অকথ্য ভাষায় গালি দিলেন
ঘ) স্তিফানকে সমাজ থেকে বের করে দিলেন

৩। যিহুদী নেতারা যখন স্তিফানকে পাথর ছুড়ে মারছিলেন তখন তিনি প্রার্থনা করে কী বললেন?
(ক) প্রভু, আমাকে রক্ষা কর
খ) প্রভু যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর
গ) প্রভু, আমাকে কষ্ট সহ্য করার ধৈর্য ও সাহস দাও
ঘ) প্রভু, আমাকে বাঁচাও

৪। স্তিফান হাটু পেতে চেঁচিয়ে কী বললেন?
ক) প্রভু, এদেরকে শাস্তি দাও
খ) প্রভু, ওদের হাত থেকে আমার প্রাণ রক্ষা কর
গ) প্রভু, এদের এই পাপ ধরো না
ঘ) প্রভু, আমার পক্ষ নাও

পাঠ–৩ : শৌলের মনপরিবর্তন ও বাণীপ্রচার
(প্রেরিত ৯:১-২২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- শৌলের মনপরিবর্তনের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- শৌলের প্রচারকাজ সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- শৌল কিভাবে যীশুর পরিচয় পেয়েছিলেন তা বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১১.৩.১

এদিকে শৌল প্রভুর শিষ্যদের মেরে ফেলবেন বলে ভয় দেখাচ্ছিলেন। দম্মেশক শহরের সমাজ-ঘরগুলোতে দেবার জন্য তিনি মহাপুরোহিতের কাছে গিয়ে চিঠি চাইলেন। যত লোক যীশুর পথে চলে, তারা পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক হোক, তাদের পেলে যেন তাদের বেঁধে জেরুজালেমে আনতে পারেন সেই ক্ষমতার জন্যই তিনি সেই চিঠি চেয়েছিলেন। পথে যেতে যেতে যখন তিনি দম্মেশকের কাছে আসলেন তখন স্বর্গ থেকে হঠাৎ তাঁর চারদিকে আলো পড়ল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শুনলেন কে যেন তাঁকে বলছেন, "শৌল, শৌল, কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ?"

শৌল জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আপনি কে?"

তিনি বললেন, "আমি যীশু, যাঁকে তুমি কষ্ট দিচ্ছ। এখন তুমি উঠে শহরে যাও। কী করতে হবে তা তোমাকে বলা হবে।"

১১.৩.২

যে লোকেরা শৌলের সংগে যাচ্ছিল তারা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারা কথা শুনেছিল কিন্তু কাউকে দেখতে পায়নি। পরে শৌল মাটি থেকে উঠলেন, কিন্তু চোখ খুললে পর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তাঁর সংগীরা হাত ধরে তাঁকে দম্মেশকে নিয়ে গেল। তিন দিন পর্যন্ত শৌল চোখে দেখতে পেলেন না এবং কিছুই খেলেন না।

দম্মেশক শহরে অননিয় নামে একজন শিষ্য ছিলেন। প্রভু তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, "অননিয়।"

উত্তরে তিনি বললেন, "প্রভু, এই যে আমি।"

প্রভু তাঁকে বললেন, "'সোজা' নামে যে রাস্তাটা আছে তুমি সেই রাস্তায় যাও। সেখানে যিহুদার বাড়ীতে শৌল বলে তার্ষ শহরের একজন লোকের খোঁজ কর। সে প্রার্থনা করছে এবং দর্শনে দেখেছে যে, অননিয় নামে একজন লোক এসে তার গায়ে হাত রেখেছে যেন সে আবার দেখতে পায়।"

১১.৩.৩

অননিয় বললেন, "প্রভু, আমি অনেকের মুখে এই লোকের বিষয় শুনেছি যে, জেরুজালেমে তোমার লোকদের উপর সে কত অত্যাচার করেছে। এছাড়া যারা তোমার নামে প্রার্থনা করে তাদের ধরবার জন্য প্রধান পুরোহিতদের কাছ থেকে অধিকার নিয়ে সে এখানে এসেছে।"

কিন্তু প্রভু অননিয়কে বললেন, "তুমি যাও, কারণ অযিহুদীদের ও তাদের রাজাদের এবং ইস্রায়েলীয়দের কাছে আমার সম্বন্ধে প্রচার করবার জন্য আমি এই লোককেই বেছে নিয়েছি। আমার জন্য কত কষ্ট যে তাকে পেতে হবে তা আমি তাকে দেখাব।"

তখন অননিয় গিয়ে সেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন আর শৌলের গায়ে হাত দিয়ে বললেন, "ভাই শৌল, এখানে আসবার পথে যিনি তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন তিনি প্রভু যীশু। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন যেন তুমি তোমার দেখবার শক্তি ফিরে পাও এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও।" তখনই শৌলের চোখ থেকে আঁশের মতো কিছু একটা পড়ে গেল এবং তিনি আবার দেখতে পেলেন। এর পরে তিনি উঠে জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন এবং খাওয়া-দাওয়া করে শক্তি ফিরে পেলেন।

১১.৩.৪

শৌল দম্মেশকের শিষ্যদের সংগে কয়েক দিন রইলেন। তার পরে সময় নষ্ট না করে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-ঘরে এই কথা প্রচার করতে লাগলেন যে, যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। যারা তাঁর কথা শুনত তারা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করত, "জেরুজালেমে

যারা যীশুর নামে প্রার্থনা করে তাদের যে অত্যাচার করত এ কি সেই লোক নয়? এখানেও যারা তা করে তাঁদের বেঁধে প্রধান পুরোহিতদের কাছে নিয়ে যাবার জন্যই কি সে এখানে আসে নি?" শৌল কিন্তু আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন এবং যীশুই যে মশীহ তা প্রমাণ করে দম্মেশকের যিহুদীদের মুখ বন্ধ করলেন।

সার-সংক্ষেপ

সাধু পৌলের আর এক নাম ছিল শৌল। যীশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করার পূর্বে শৌল খ্রিষ্ট ধর্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন, এমনকি খ্রিষ্টানদের উপর নির্যাতন করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। একবার তিনি মহা-পুরোহিতের অনুমোদন নিয়ে দম্মেশক শহরের দিকে রওনা হলেন খ্রিষ্টানদের ধরে নিয়ে আসার জন্য। পথে যীশু নিজেই তার কাছে দেখা দিয়ে বললেন যে, খ্রিষ্টানদের উপর নির্যাতন করে তিনি স্বয়ং খ্রিষ্টকেই নির্যাতন করছেন। খ্রিষ্টের উজ্জ্বল আলোকে শৌলের চোখ অন্ধ হয়ে যায়। পরে প্রভু যীশুর নির্দেশে অননিয় নামক একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর সহায়তায় তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। অতঃপর তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন এবং যীশুই যে ঈশ্বরপুত্র ও মসীহ তা সগর্বে ঘোষণা করতে শুরু করেন।

মনে রাখুন

প্রভু অননিয়কে বললেন, "তুমি যাও, কারণ অযিহুদীদের ও তাদের রাজাদের এবং ইস্রায়েলীয়দের কাছে আমার সম্বন্ধে প্রচার করবার জন্য আমি এই লোককেই বেছে নিয়েছি। আমার জন্য কত কষ্ট যে তাকে পেতে হবে, তা আমি তাকে দেখাব।"

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

দম্মেশক : সিরিয়ার রাজধানী। যীশুর সময়ে এটি একটি শিল্পসমৃদ্ধ প্রগতিশীল বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। অনেক যিহুদী এখানে বাস করতো। যীশু খ্রিষ্টের মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই এখানে খ্রিষ্টধর্মের বিস্তার ঘটতে শুরু করে। প্রধান পুরোহিতদের অনুমোদন নিয়ে শৌল নামক যিহুদী যুবক খ্রিষ্টানদের ধরে জেরুজালেমে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাত্রা করেছিলেন। পথে যীশু শৌলের কাছে দেখা দেন।

অননিয় : দম্মেশক নিবাসী একজন যিহুদীধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান। দম্মেশকের পথে অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শৌলকে দম্মেশকে যিহুদার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রভু যীশু অননিয়কে দর্শন দিয়ে নির্দেশ দেন যেন তিনি যিহুদার বাড়ী গিয়ে শৌলকে সুস্থ করেন এবং তাঁকে বাপ্তিস্ম দেন।

তার্ষ : তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে তাওরুষ পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত একটি নগর। সমুদ্র হতে এর দূরত্ব ২০ মাইল। এখানেই শৌল জন্মগ্রহণ করেন।

প্রধান পুরোহিত : পুরোহিত-পরিবারের প্রধানদেরকে প্রধান পুরোহিত বলা হতো। যীশুর যাতনাভোগ ও ক্রুশমৃত্যুর ব্যাপারে এঁরা খুব সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শৌল মাটিতে পড়ে গিয়ে অপরিচিত কণ্ঠে কোন্ বাণীটি উচ্চারিত হতে শোনলেন?
ক) শৌল, শৌল, আমাকে তুমি কেন কষ্ট দিচ্ছ?
খ) শৌল, শৌল, তুমি কেন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কষ্ট দিচ্ছ?
গ) শৌল, শৌল, তুমি কোথায় যাচ্ছ?
ঘ) শৌল, শৌল, তুমি কেন এত অন্যায় আচরণ করছ?

২। শৌল দম্মেশক যাচ্ছিলেন যাতে তিনি :
ক) খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মেরে ফেলতে পারেন
খ) যারা যীশুর পথে চলে তাদের বেঁধে জেরুজালেমে নিয়ে যেতে পারেন
গ) খ্রিষ্টধর্মের প্রচার বন্ধ করতে পারেন
ঘ) খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে ক্রীতদাস বানাতে পারেন

৩। মনপরিবর্তনের পরে শৌল প্রচার করতে লাগলেন যে,
ক) যীশু তাঁকে দেখা দিয়েছেন   খ) তাঁর মনপরিবর্তন হয়েছে
গ) যীশুই ঈশ্বরের পুত্র   ঘ) তিনি খ্রিষ্টে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন

৪। অননিয় শৌলকে বললেন, যীশুই আমাকে পাঠিয়েছেন যেন
ক) তোমার মনপরিবর্তন হয় এবং তুমি খ্রিষ্টকে প্রচার কর
খ) তুমি খ্রিষ্টে বিশ্বাস কর এবং খ্রিষ্টানদের উপর নির্যাতন বন্ধ কর
গ) তুমি সুস্থ হও এবং জেরুজালেমে ফিরে যাও
ঘ) তুমি তোমার দেখার শক্তি ফিরে পাও এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও

পাঠ–৪ : পিতরের খ্রিষ্টবাণী প্রচার
(প্রেরিত ১০:৩৪-৪৩)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি
- ঈশ্বরের চোখে যে সবাই সমান তা বলতে পারবেন।
- যীশু খ্রিষ্টই যে সকলের প্রভু তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রেরিতদূতেরাই যে যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সাক্ষী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যীশু খ্রিষ্টই যে জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা তা বুঝাতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১১.৪.১ কর্ণীলিয়ের বাড়ীতে পিতর

কর্ণীলিয়ের বাড়ীতে পৌঁছে অপেক্ষমাণ সমবেত লোকদের লক্ষ্য করে পিতর বলতে আরম্ভ করলেন, "আমি এখন সত্যিই বুঝতে পারলাম, ঈশ্বরের চোখে সবাই সমান। প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে যারা তাঁকে ভক্তি করে এবং তাঁর চোখে যা ঠিক তা-ই করে তিনি তাদের গ্রহণ করেন। ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের কাছে এই সুখবর পাঠিয়েছিলেন যে, যীশু খ্রিষ্ট, যিনি সকলের প্রভু, তাঁরই মধ্য দিয়ে শান্তি পাওয়া যায়। লোকদের যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা উচিত যোহন সেই কথা প্রচার করবার পরে গালীল থেকে আরম্ভ করে সমস্ত যিহুদিয়াতে যা ঘটেছিল তা আপনারা নিজেরাই জানেন। আপনারা এও জানেন যে, ঈশ্বর নাসারতের যীশুকে পবিত্র আত্মা ও শক্তি দিয়ে অভিষেক করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁর সংগে ছিলেন বলে তিনি ভাল কাজ করে বেড়াতেন এবং শয়তানের হাতে যারা কষ্ট পেত তাদের সবাইকে সুস্থ করতেন।

১১.৪.২

"যিহুদীদের দেশে এবং জেরুজালেমে তিনি যা কিছু করেছিলেন আমরা তার সাক্ষী। লোকেরা তাঁকে ক্রুশে টাংগিয়ে মেরে ফেলেছিল। কিন্তু ঈশ্বর তৃতীয় দিনে তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুললেন এবং এমন করলেন যাতে লোকেরা তাঁকে দেখতে পায়। তবে সকলে তাঁকে দেখতে পায় নি, কিন্তু ঈশ্বর যে সাক্ষীদের আগেই বেছে রেখেছিলেন তারাই তাঁকে দেখতে পেয়েছিল, অর্থাৎ তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবার পরে আমরা যারা তাঁর সংগে খাওয়া-দাওয়া করেছি আমরাই তাঁকে দেখতে পেয়েছি। তিনি আমাদের আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা যিহুদীদের কাছে প্রচার করি এবং সাক্ষ্য দিই যে, ঈশ্বর তাঁকেই জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। সব নবীরাই তাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তাঁর উপরে যারা বিশ্বাস করে তারা প্রত্যেকে তাঁর গুণে পাপের ক্ষমা পায়।"

সার-সংক্ষেপ

পুনরুত্থিত খ্রিষ্টের নির্দেশ অনুযায়ী প্রেরিতদূত পিতর কর্ণীলিয় নামক একজন রোমীয় শতানীকের বাড়ী যান। সেখানে সমবেত কর্ণীলিয়ের পরিবারবর্গ ও অন্যান্যদের সামনে পিতর যীশুর জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে এবং তিনিই যে মানবজাতির ত্রাণকর্তা সে বিষয়ে শিক্ষা দেন। তিনি আরও বলেন যে, তাঁর উপর যারা বিশ্বাস করে তারা প্রত্যেকে তাঁর গুণে পাপের ক্ষমা পায়।

মনে রাখুন

(১) ঈশ্বরের চোখে সবাই সমান। প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে যারা তাঁকে ভক্তি করে এবং তাঁর চোখে যা ঠিক তা-ই করে তিনি তাদের গ্রহণ করবেন।
(২) যীশু খ্রিষ্ট যিনি সকলের প্রভু, তাঁরই মধ্য দিয়ে শান্তি পাওয়া যায়।
(৩) ঈশ্বর তাঁকেই জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করেছেন।
(৪) "তাঁর উপরে যারা বিশ্বাস করে, তারা প্রত্যেকে তাঁর মধ্য দিয়ে পাপের ক্ষমা পায়।"

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

নবী : প্রবক্তা, ভাববাদী।
কর্ণীলিয় : একজন রোমীয় শতপতি। পরজাতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কর্ণীলিয়ের বাড়ীতে এসে পিতর বুঝতে পারলেন যে,
ক) ঈশ্বরের চোখে সবাই সমান
খ) ঈশ্বরের চোখে যিহুদীরা বড়
গ) ঈশ্বরের চোখে অযিহুদীরা বড়
ঘ) ঈশ্বরের চোখে কেউ বড় এবং কেউ ছোট

২। ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের কাছে যে সুখবর প্রচার করেছিলেন তা হলো:
ক) যীশু খ্রিষ্ট যিহুদীদের প্রভু
খ) যীশু খ্রিষ্ট সকলেরই প্রভু
গ) যীশু খ্রিষ্ট খ্রীষ্টানদের প্রভু
ঘ) যীশু খ্রিষ্ট বিজাতীয়দের প্রভু

৩। পুনরুত্থিত খ্রিষ্টকে কারা দেখতে পেয়েছিলেন?
ক) যারা সে সময় জীবিত ছিলেন
খ) তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা
গ) ঈশ্বর যে সাক্ষীদের আগেই বেছে রেখেছিলেন তারা
ঘ) যীশুর শিষ্যেরা

৪। পুনরুত্থিত খ্রিষ্ট শিষ্যদের কাছে কী আদেশ দিয়েছিলেন?
ক) তারা যেন যিহুদীদের কাছে প্রচার করেন ও সাক্ষ্য দেন
খ) তারা যেন সবার কাছে প্রচার করেন ও সাক্ষ্য দেন
গ) তারা যেন বিজাতীয়দের কাছে প্রচার করেন ও সাক্ষ্য দেন
ঘ) তারা যেন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কাছে প্রচার করেন ও সাক্ষ্য দেন

৫। নবীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কে কে যীশুর মধ্য দিয়ে পাপের ক্ষমা পায়?
ক) তাঁকে যারা ভালোবাসে
খ) তাঁর উপর যারা আস্থা রাখে
গ) তাঁর উপর যারা বিশ্বাস করে
ঘ) যারা তাঁর দেখা পায়

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রেরিতদের অলৌকিক কাজের ফল বর্ণনা করুন। (১১.১.১ অনুচ্ছেদ দেখুন)
২। যিহুদী নেতারা স্তিফানকে কেন হত্যা করল? (১১.২.১ ও ১১.২.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৩। স্তিফানকে যখন পাথর ছুড়ে মারা হচ্ছিল তখন তিনি কী করেছিলেন তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। (১১.২.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৪। স্তিফানকে কোথায় কিভাবে মারা হয়েছিল? (১১.২.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)
৫। স্তিফানের মৃত্যুর ব্যাপারে শৌলের কী ভূমিকা ছিল? (১১.২.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)

৬। স্তিফানের মৃত্যুর ঘটনা হতে ক্ষমার বিষয়ে শিক্ষা বিস্তারিত লিখুন? (১১.২.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)

৭। শৌল মহা-পুরোহিতের কাছে চিঠি চেয়েছিলেন কেন? (১১.৩.১ অনুচ্ছেদ দেখুন)

৮। শৌল দম্মেশক যাবার পথে যে ঘটনা ঘটেছিল তা নিজের কথায় লিখুন। (১১.৩.১ ও ১১.৩.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)

৯। "প্রভু, আপনি কে?" একথা কে কাকে কোথায় বলেছিলেন? (১১.৩.১ অনুচ্ছেদ দেখুন)

১০। "আমি যীশু, যাঁকে তুমি কষ্ট দিচ্ছ।" – এই কথা যীশু কাকে এবং কেন বলেছিলেন? (১১.৩.১ অনুচ্ছেদ দেখুন)

১১। অননিয় কে ছিলেন? প্রভু তাঁকে দর্শন দিয়ে কী বলেছিলেন? (১১.৩.২ ও ১১.৩.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)

১২। শৌলের মন পরিবর্তনের কাহিনীটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। (৩য় পাঠের [১১.৩] সার-সংক্ষেপ দেখুন)

১৩। শৌল কিভাবে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিলেন? (১১.৩.২ ও ১১.৩.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)

১৪। মনপরিবর্তনের পরে শৌল কী করলেন? (১১.৩.৪ অনুচ্ছেদ দেখুন)

১৫। কর্ণীলিয়ের বাড়ীতে পিতর যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সারমর্ম লিখুন। (৪র্থ পাঠের [১১.৪] সার-সংক্ষেপ দেখুন)

১৬। ঈশ্বর যে যীশুকেই জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করেছেন, পিতরের বক্তৃতা অবলম্বনে তা বর্ণনা করুন। (১১.৪.১ ও ১১.৪.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)

১৭। পুনরুত্থিত খ্রিষ্টে বিশ্বাসের ফল কী কী তা নিজের ভাষায় লিখুন। (১১.৪.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.১

১। গ, ২। খ, ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.২

১। ক, ২। ক, ৩। খ, ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৩

১। ক, ২। খ, ৩। গ, ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৪

১। ক, ২। খ, ৩। গ, ৪। ক, ৫। গ